brac
institute of
governance &
development

এপ্রিল – জুন ২০২১ ■ সংখ্যা ১১ ■ ত্রৈমাসিক সংবাদ সংকলন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ওয়াচ

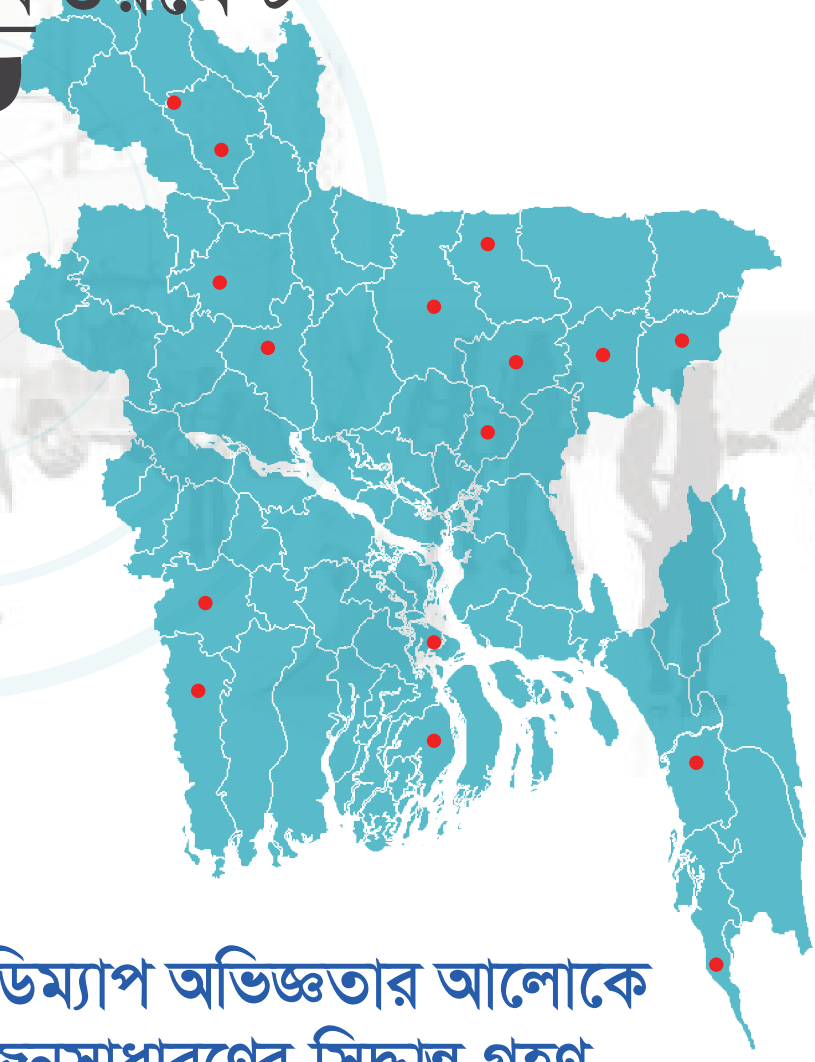

এক নজরে

০৩ নাগরিক দায়িত্বের এক অনন্য উদাহরণ মো: আকবর আলী

০৩ ভালো কাজের জন্য একতার প্রতিজ্ঞা

০৪ উন্নয়নের পথে নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ

ডিম্যাপ অভিজ্ঞতার আলোকে জনসাধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গত ১১ মে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিটের (সিপিটিইউ) মহাপরিচালক মোহাম্মদ শোহেলের রহমান চৌধুরী এবং ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ড. ইমরান মতিনের গ্রন্থনায় একটি নিবন্ধ দ্যা ডেইলি স্টারে প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির সংক্ষিপ্ত রূপ পরবর্তী পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হলো।

BIGD, Brac University
SK Centre, GP, JA/4, Mohakhali
Dhaka 1212

+88 02 5881 0306, 5881 0326
info@bigd.bracu.ac.bd
http://bigd.bracu.ac.bd

ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং অ্যান্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্টের (ডিম্যাপ) মাধ্যমে নাগরিকবান্ধব পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এবং প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের জন্য গত ২৩ মার্চ বাংলাদেশ সরকারের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট ইউনিটকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ডিরেক্টরস অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। বিশ্বব্যাংকের মতে, সবচেয়ে বেশি উদ্ভাবন এবং কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমন্বয় দেখা গেছে এই প্রোজেক্টে। এমন অর্জনে আনন্দিত হওয়ার পাশাপাশি প্রোজেক্টের প্রক্রিয়া এবং সাফল্যের পেছনের কারণগুলো বিবেচনা করে দেশে পাবলিক প্রকিউরমেন্টের চ্যালেঞ্জ খোঁজা যাক।

২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকারের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রোজেক্ট (পিপিআরপি) শুরু হওয়ার পর উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন এবং কৌশলগত সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পিপিআরপির দুই ধাপে সরকার আইন এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছে। সিপিটিইউ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবর্তন আনার পাশাপাশি উন্নয়ন এবং আইনী প্রকিউরমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক একীভূত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকিউরমেন্টের অংশীদারদের ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী হয়েছে। এই পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ ছিলো ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) প্রবর্তন। সর্বশেষে জনগণকে উন্নয়নমূলক কাজের দেখাশোনায় অংশগ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছে, যা তাদের কথাগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব লাভে সাহায্য করবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি চোখের আড়ালে থেকে যায়।

সার্বিক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সরকার ২০১৭ সালে ডিম্যাপ শুরু করে। প্রোজেক্ট দেখাশোনা ডিজিটাল করার পাশাপাশি ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে ই-জিপি আরও শক্তিশালী করা এই প্রোজেক্টের লক্ষ্য। ডিজিটালভাবে প্রোজেক্ট তদারকির ক্ষেত্রে নাগরিক সংযোগকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া ডিম্যাপের পরিবর্তন রূপরেখার আরেকটি অংশ। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ২০২১ সালের মার্চ মাস নাগাদ উপজেলা এবং উপজেলা কমপেক্সসহ রাস্তা, স্কুল, ব্রিজ মিলে মোট ২৮৫ টি ক্ষুদ্র উন্নয়ন নাগরিক তত্ত্বাবধানের আওতায় এসেছে। স্থানীয় সংস্থাগুলোকে পাশে পাওয়ায় এটি সম্ভব হয়েছে। এখন পর্যন্ত নাগরিকদের কাছ থেকে ২৫৩ টি অভিযোগ পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ২৩৬ টি সমাধান করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে মূল ভূমিকা রেখেছে। সম্প্রতি শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ তাদের স্থানীয় প্রোজেক্টে নাগরিক তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে সম্মতি দিয়েছে।

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সিস্টেমে জনসাধারণের অবস্থান তুলে আনার ক্ষেত্রে নাগরিক সংযোগ বড় ভূমিকা রেখেছে। একইসাথে এটি দেখিয়েছে, গবেষণা কিভাবে নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারে। সিপিটিইউর সহযোগিতায় ডিম্যাপের ৪৮টি উপজেলার কাজ নিয়মমাফিক বিশ্লেষণ করে এটির সমস্যা নির্ধারণ এবং সমাধানে কাজ করছে বিআইজিডি। এর পাশাপাশি, নাগরিক তত্ত্বাবধানের এই মডেলের কারণে পরিলক্ষিত ফলাফল নিয়েও গবেষণা করছে বিআইজিডি। সরকার এবং বৈশ্বিক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট নিয়ে কাজ করা সংস্থাসমূহ এই গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করে ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মডেল প্রণয়ন করতে পারে।

আমরা বিশ্বাস করি, ডিম্যাপের মতো মডেল নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গবেষণাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে এবং উন্নয়নশীল বাংলাদেশ গড়তে ভূমিকা রাখবে।

নাগরিক দায়িত্বের এক অনন্য উদাহরণ মো: আকবর আলী

মো: সাইফুল ইসলাম রনি, ফিল্ড অফিসার (ডিম্যাপ), নীলফামারী

কিসমত চড়াইখোলা দাখিল মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ তদারকির সময় মোঃ আকবর আলীর সাথে আমার পরিচয় হয়। একবার একটি সভা শুরুর কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। তিনি সভায় বেশ জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন।

সাধারণ নাগরিক হয়েও দালানটি নির্মাণ কাজে তিনি বেশ সময় দিয়েছেন। ভবনটিতে দিনে কমপক্ষে দুইবার আসেন তিনি। নির্মাণ কাজ শুরুর পর থেকে মো: আকবর আলী প্রতিদিন নিরলসভাবে এই কাজ করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, মাদ্রাসাটিকে তিনি আপন ভাবেন এবং মাদ্রাসার উন্নয়ন মানে তার নিজের উন্নয়ন। সামাজিক দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে তিনি এভাবে দেখাশোনা করছিলেন। নিজেকে কৃষক হিসেবে পরিচয় দেয়ার পরে মসজিদসহ ইউনিয়নের অন্যান্য উন্নয়ন কমিটির সদস্য তিনি কাজ করছেন বলে জানান। তার নিজের নাতিরা এই মাদ্রাসায় পড়ে বলে তিনি জানান।

তিনি জানিয়েছেন যে তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং মনোযোগ দিয়ে সব শুনেছেন। মাদ্রাসা নির্মাণে তার আগ্রহ এখান থেকে শুরু হয়। যখন তিনি বললেন, সরকার তাকে এই কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তখন আশ্চর্য হয়েছিলাম। তার সঙ্গে ব্র্যাকে কর্মরত এবং শিক্ষা বিভাগের একজন প্রকৌশলী মো: আবু তাহেরের যোগাযোগ আছে। ঠিকাদারের সাথেও তার যোগাযোগ আছে।

নাগরিক সভার সদস্য না হয়েও তিনি নির্মাণ কাজে যে পরিমাণ সময় দিয়েছেন, তা উল্লেখযোগ্য। সভার অনেকের চেয়ে তিনি একাই বেশি কাজ করেছেন। আকবর আলী থাকলে প্রতিটি নির্মাণ কাজ টেকসই এবং শক্তিশালী হবে।

প্রতিজ্ঞা

মৌলভীবাজার সদর উপজেলার নির্মাণাধীন স্থানে গত ২৯ মে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রোজেক্টের নাম ছিলো, "সদর উপজেলার অধীনে বুদ্ধিমত্তপুর-হাজারিবাজার-আমতলি রোডে ২৭ মিটার ব্রিজ নির্মাণ"। করোনা মহামারীর কারণে ৩০ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও ৬০ জন (১১ জন নারী এবং ৪৯ জন পুরুষ) উপস্থিত হয়েছিলেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য সকলের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়। ডিম্যাপের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করে সভা শুরু হয়। ঠিকাদারের প্রতিনিধি প্রকল্পটি কি, তা প্রথমে ব্যাখ্যা করেন। তিনি এটি সুসম্পন্ন করার জন্য স্থানীয়দের সহযোগিতা চান। তিনি বলেন, "আমাদের কোম্পানির আরেকটি ভালো কাজ হবে এটি এবং আপনাদের সহায়তা পাওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত"। এরপর উপজেলা প্রকৌশলী উপস্থিত জনতাকে

বিস্তারিতভাবে প্রোজেক্টটি বুঝিয়ে বলেন। তিনি বোর্ডে নিজের মোবাইল নম্বর লিখে নির্মাণ কাজের যেকোনো সমস্যা তাকে জানাতে বলেন। এরপর চেয়ারম্যান বলেন, "আমরা এই এলাকার উন্নয়নের জন্য সব করবো। প্রয়োজনে আপনাদের নাগরিক দলকে সবরকম সাহায্য করার ওয়াদা করছি"।

নির্বাহী প্রকৌশলী মো: আজিম উদ্দীনের বক্তব্যের মাধ্যমে সভা শেষ হয়। তিনি বলেন, "আপনারা জেনে থাকবেন, প্রতি বছর এলজিইডি অনেক প্রোজেক্ট হাতে নেয়, তবে অধিকাংশই মাত্র একজন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে শেষ করা হয়। এজন্য কাজের তদারকি করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো চলমান কাজের তদারকি করার জন্য। কোনো গরমিল হলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আমরা সমস্যা সমাধানের জন্যই এখানে আছি। আমরা ভালো কাজ চাই"।

উন্নয়নের পথে নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ

নাগরিক তত্ত্বাবধায়ক দলের দুজন সদস্যের সঙ্গে দুজন সাধারণ নাগরিক কক্সবাজার সদর উপজেলায় কলাতলী সৈকতের কাছে অবস্থিত কলাতলী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে যান। নির্মাণের দায়িত্বে ছিলো ইইডি। নাগরিক তত্ত্বাবধায়ক গ্রুপের সদস্যদের কাজের গুণগত মান দেখে এখন পর্যন্ত সন্তুষ্ট মনে হয়েছে। তারা ঠিকাদারের ব্যাপারেও খুশি ছিলেন, কারণ যেকোনো ছোটখাটো ভুল ধরা পড়া মাত্র তিনি তা সমাধান করছিলেন।

নারী সদস্যরা জানান, নির্মাণ ভবনে তারা মাঝেমধ্যে এসে তদারকি করেছেন। পুরুষদের পাশাপাশি এমন ক্ষমতা দেয়ার কারণে বিআইজিডি এবং ব্র্যাক কর্তৃপক্ষের প্রতি তারা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রামু উপজেলার এলজিইডি প্রকৌশলী জনাব মো: নূরুল ইসলাম সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। তিনি কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলাস্থ আল ফুয়াদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একতলা নতুন ভবন নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ করেন। নাগরিক তত্ত্বাবধায়ক দলের সঙ্গে তারা ছাদ এবং সিঁড়ি পর্যবেক্ষণ করেন এবং দ্রুত ভুল শোধরানোর নির্দেশ দেন।

সম্পাদক: সেলিনা আজিজ | নির্বাহী সম্পাদক: জিহাদ আল মেহেদী
বিষয়বস্তু সম্পাদক: ইনসিয়া খান | পরিকল্পক: মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক